'শকুন্তলা' নাটকে প্রকৃতি চেতনা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যান ভাগ ব্যাঘাত পায় তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়।"

কেবলমাত্র শকুন্তলা নাটকেই নয় কালিদাসের সমগ্র সৃষ্টি সিংহভাগ জুড়ে আছে প্রকৃতি চেতনা। মহাকবি কালিদাসের কাছে প্রকৃতি ছিল একটি পৃথক সত্তা। মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতি একাত্ম হয়ে গিয়েছে। এই একাত্মতা নিবিড় এবং মধুর। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন। তাঁর ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব মহাকাব্যে প্রকৃতির বিচিত্র এবং বনময়রূপটি প্রকাশ পেয়েছে মেঘদূত গীতিকাব্যও একান্ত ভাবেই প্রকৃতি নির্ভর। ধূম-জ্যোতি-সলিল বায়ুর মিলনে সৃষ্ট মেঘ বিরহী যক্ষের সহৃদয় বন্ধু এবং বার্তবহের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' দৃশ্য কাব্যে মহাকবি কুসুমকোমল মালাবিকা কে প্রকৃতিদেবীর প্রতিমূর্তি রূপে কল্পনা করেছেন।

মহাকবির 'শকুন্তলা' দৃশ্য কাব্যটিতে প্রকৃতির সঙ্গে মানব হৃদয় যেমন অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত হয়েছে এমনটি তাঁর অন্য রচনায় দেখা যায়নি।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের প্রথম চারটি অঙ্কের ঘটনা ঘটেছে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে। এই নাটকের আখ্যানভাগ একান্ত ভাবেই প্রকৃতি নির্ভর। মালিনী নদীর তীরে কুলপতী কণ্বের আশ্রম। এই আশ্রমের পরিবেশ শান্ত স্নিগ্ধ। প্রকৃতির অনাবিল মাধুর্যে পরিপূর্ণ এই তপোবন।

Scanned with CamScanner

সেখানে হরিণেরা নির্ভয়ে বিচরণ করে। মানুষের সঙ্গে তাদের প্রিয়তার সম্পর্ক। শান্তি ও মাধুর্যমণ্ডিত এই আশ্রম।

আশ্রমের এই সংকোচহীন, মলিন্যহীন শান্ত পরিবেশেই শকুন্তলা লালিতা, পালিতা হয়েছেন। এই আশ্রমের তরুলতা, পশুপাখিদের সঙ্গে শকুন্তলার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক — 'অস্তি সোদর স্নেহ ঃ আষি এতেষু।' এখানে চেতন অচেতনের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। সকলেই এক স্নেহের বন্ধনে বাঁধা।

প্রথম অঙ্কেই মহাকবি তপোবনের পবিত্রতা এবং মাধুর্যের এক স্বর্গীয় ছবি এঁকেছেন। এই শান্ত প্রকৃতির উদার আশীর্বাদে গৌরবান্বিত তপোবনে প্রবেশ করেছেন রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ার উদ্দেশ্যে, এ যেন পদ্মবনে মত্ত হস্তীর প্রবেশ। একটি হরিণের প্রতি তিনি ধাবমান। এই সময় পলায়মান মৃগের চিত্রটি সজীব ও সুন্দর।

গর্ব ভরে আসি কাছে বাণের সন্ধান দেখি
অমনি সে যায় গো ফিরিয়া,
আয়ত সম্মুখ পদ ভয়ে আকুঞ্চিত করি
শরীরার্দ্ধ লয় আকর্ষিয়া।

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পদ্যানুবাদ)

এই সময় সাবধানবানী উচ্চারিত হল — ভো -ভো রাজন, আশ্রম-মৃগোহয়ং ন হন্তব্যেঃ। ন হন্তব্যঃ

[রবীন্দ্রনাথ ন খুল ন খলু ইত্যাদি শ্লোকের পদ্যে অনুবাদ করেছেন — 'মৃদু এ মৃগ দেহে মেরোনা শর/আগুন দেবে কে হে ফুলের পর/কোথা সে মহারাজ মৃগের প্রাণ/কোথায় যেন রাজ তোমার বাণ"] দ্বিতীয় অঙ্কে রাজার বয়স্য মাধবের অনুরোধে রাজা তাঁর মৃগয়া সাময়িক স্থগিত রাখেন। এই সময় বন্যপ্রাণীদের নির্ভয় দিনযাপনের চিত্রটি বাস্তব।

তৃতীয় অঙ্কের ঘটনাগুলিও কণ্বের তপোবনের সিগ্ধ শান্ত পরিবেশেই ঘটেছে। মালিনী তীরের বেতসকুঞ্জে কুসুমশয্যায় শায়িতা মদনতাপ ক্লিষ্টা শকুন্তলা। তাঁর দেহ মনের তাপ নিবারণের জন্য সখীদ্বয় পদ্মপত্রের বাতাস দিচ্ছেন। এই পটভূমিতেই প্রেমমুগ্ধ দুষ্যন্তের প্রবেশ। প্রেমের গভীর অনুভূতি ও সংবেদনশীলতা প্রকাশের উপযুক্ত পটভূমি রচনা করেছেন মহাকবি।

প্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার নিবিড় সম্পর্কের পরিচয়টি সার্থক ভাবে উদঘাটিত হয়েছে চতুর্থ অঙ্কে, তাঁর পতিগৃহ যাত্রা কালে। শকুন্তলার সঙ্গে তপোবনের প্রকৃতির যে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা ছিল মহর্ষি কণ্বের বক্তব্যেই সেটি স্পষ্ট হয়েছে। শকুন্তলার পর্বত গৃহযাত্রার সময় বনদেবতারা প্রিয়কুটুম্বের মত তাঁকে সজ্জিত করবার জন্য বসন ভূষণ অলক্তক ইত্যাদি উপহার দিয়েছেন। আশ্রমের প্রতিটি চেতন অচেতন বস্তুর সঙ্গে শকুন্তলার মধুর এবং নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আশ্রম বৃক্ষগুলির আলবালে জল সেচ না করে তিনি জলপান করতেন না। ভূষণপ্রিয়া হয়েও কোনোদিন তিনি নবকিশলয় ছেদন করতেন না। তরুলতার প্রথম পুষ্পোদ্গম হলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না।

লক্ষ্য করবার বিষয় মহর্ষি কণ্ব আত্মীয় পরিজনের মতোই আশ্রম প্রকৃতির অঙ্গীভূত

Scanned with CamScanner

বৃক্ষলতাদির কাছে শকুন্তলার পতিদেহ যাত্রার অনুমতি চেয়েছেন। আর কোকিলের স্বরে সেই অনুমতি ঘোষিত হয়েছে।

আশ্রম ত্যাগ করবার পূর্বে শকুন্তলার হৃদয়ে গভীর দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। আর্যপুত্রকে দেখবার জন্য তাঁর চিত্ত ব্যাকুল এ কথা সত্য কিন্তু আশ্রম ছেড়ে যেতেও তাঁর পা উঠছে না। শকুন্তলার এই অবস্থা দেখে প্রিয়ংবদা বলেছেন — 'তুমিই যে কেবল তপোবন বিরহে কাতর হয়েছে তা নয় তোমার আসন্ন বিয়োগে তপোবনেও সেই দশা।' রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন — "মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ, ময়ূর নাচে না আর। খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে, যেন সে আঁখি জলধারা।"

শকুন্তলার প্রকৃতির বন্ধন যে কত নিবিড়, ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে দিয়ে সেটা চিত্রিত করেছেন কালিদাস। চলতে বলতে বাধাপান শকুন্তলা — 'কো ণু খলু ত্রষ নিবসনে সতেজ্জ' — আমার বস্ত্রাঞ্চল কে আকর্ষণ করে? তার উত্তরে মহর্ষি কণ্ব বলেন, ইন্দুদীর তেল দিয়ে স্নেহ সহকারে যার কুশক্ষত মুখ পরিচর্যা করেছিলে। শ্যামাধান দিয়ে যাকে তুমি পালন করেছ সেই মৃগপুত্রটিই তোমার রসাক্ষণ আকর্ষণ করেছে, শাকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে আকাশ থেকে দৈববাণী উচ্চারিত হয় — শকুন্তলার যাত্রা পথ মধ্যে মধ্যে পদ্মপাতার সবুজ বর্ণ সরোবরগুলির দ্বারা মনোরম হোক, ছায়া প্রধান বৃক্ষসমূহের দ্বারা সূর্য তাপ নিয়ন্ত্রিত হোক .....

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ — 'মাঝে মাঝে পদ্মবনে/পথ তব হোক মনোহর/ ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজি/ ঢেকে দিক তীব্র রবিকর/হোক বায়ু অনুকূল/শান্তিময় পন্থা হোক শিব/

অরণ্য প্রকৃতির তরুলতা, পশুপক্ষী প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে শকুন্তলাকে কল্পনা করা যায় না। সেইজন্য পতিগৃহ প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলাকে মহাকবি আর তার আশ্রমে ফিরিয়ে আনেননি। প্রকৃতির বক্ষস্থল থেকে শকুন্তলার শিকড়টি উৎপাটিত হয়ে গিয়েছিল রাজসভায় গমনের ফলে। তাই শকুন্তলা আর আশ্রমকন্যা নন।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অবশ্যই বিচার্য। তিনি বলেছেন — "তপোবনকে বাদ দিলে কেবল যে নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাহত হয় তাহা নহে, শকুন্তলার চরিত্রও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাহার চরিত্রখালি অরণ্যে ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্প মঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন —

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকে অনসূয়া — প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। ..... প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতিকে প্রবৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এতো অন্যত্র দেখি নাই।"

মহাকবির প্রকৃতি চেতনার ভাবানুষঙ্গ যথাযথ রক্ষিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের অনুবাদে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদতার পরিচয়টি অনুবাদে অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবেই তুলে ধরেছেন বিদ্যাসাগর। যেমন —

Scanned with CamScanner

'এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটিরের প্রান্ত শয়ন করিয়াছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত। এই হরিণী প্রসব হইলে আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল? কণ্ব কহিলেন, না বৎসে। আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতি ভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে, এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎস, যাহার মাতৃ বিয়োগ হইলে তুই, জননীর ন্যামে প্রতিপালন করিয়াছিলে। আহারের নিমিত্ত, তুমি সর্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে, তুমি ইঙ্গুদী তৈল দিয়া ব্রণ পোষণ করিয়া দিতে; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতি বোধ করিতেছে।"

প্রাস্থল অনুবাদে মানবের সঙ্গে প্রকৃতি এবং পশু পক্ষীর সম্পর্কটি সজীব ও অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner